সংবাদ

তারিখ ... 11 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ...6... কলাম ... 7...

এক যুগেও পাস করেনি কেউ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেই কেন

সারাদেশের ২৫টি কলেজ ও মাদ্রাসা থেকে কেউ পাস করতে পারেনি এবারের উচ্চ মাধ্যমিক ও দাখিল পরীক্ষায়। এর মধ্যে একটি পুরোপুরি আর দুটি আংশিক এমপিওভুক্ত। বাকি কলেজগুলো এমপিওভুক্ত নয়। এর মধ্যে একটি কলেজ রয়েছে যেখানে এক যুগেও পাস করেনি কেউ। তবু প্রতি বছর পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছে কলেজটি। আরেকটি কলেজ থেকে দু'জন পরীক্ষা দিয়ে দু'জনই অনুত্তীর্ণ হয়েছে। সেই কলেজটি হচ্ছে আবার সরকারি।

এমপিওভুক্ত হয়ে শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকারের কাছ থেকে বেতন-ভাতা পাচ্ছে। কিন্তু একজন শিক্ষার্থীও পাস করতে পারেনি একটি মাদ্রাসা থেকে। এ ২৫টি কলেজের মধ্যে একটি কলেজ সরকারি এবং আরেকটি সরকারি হওয়ার প্রক্রিয়াধীন।

শুধু তাই নয়, সহযোগী দৈনিকটির অনুসন্ধানী প্রতিবেদক আরও জানিয়েছেন, শতভাগ অনুত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো কোনোটিতে শিক্ষার্থীর চেয়ে শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা বেশি। লেখাপড়ার পরিবেশ না থাকায় শিক্ষার্থীরা এসব কলেজে ভর্তিও হতে চায় না। কোনো ধরনের নজরদারির ব্যবস্থা না থাকা এবং কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগহীনতার জন্যই শিক্ষার এই অরাজক অবস্থার সৃষ্টি সে সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ নেই। দায়িত্বটি প্রধানত বর্তায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপরেই। মন্ত্রণালয়ের গাফিলতির জন্যেই এ রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

যেখানে কেউ পাস করে না, সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাখার কী যুক্তি থাকতে পারে সেটাই প্রশ্ন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে। যাচাই-বাছাই হচ্ছে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক যুগেও কেউ পাস করেনি। শিক্ষক-কর্মচারীরা বসে বসে বেতন-ভাতা নিয়েছে। অথচ এক যুগেও মন্ত্রণালয়ের যাচাই-বাছাই শেষ হলো না।

মন্ত্রী বলেছেন, অনেক সময় আইনের সমস্যার কারণে ব্যবস্থা নিলেও সমস্যায় পড়তে হয়। তাই যেসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তি হয় না, হলেও থাকে না বা পাস করে না, সেগুলোর বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে আইন-কানুন সংশোধন করা হবে।

শিক্ষার্থীরা ১২ বছরেও পরীক্ষায় পাস করবে না। শিক্ষক-কর্মচারীরা দায়বদ্ধহীন হয়ে বসে বসে বেতন নেবে। যে আইনি আচ্ছাদনে এমন অরাজকতা চলে তার সংশোধনের তাগিদ আরও আগেই হলো না কেন সেটাই প্রশ্ন।

খোঁজ নিয়ে দেখা যাবে, উল্লেখিত ২৫ কলেজ ও মাদ্রাসার পেছনে শক্তিশালী রাজনৈতিক আশীর্বাদ রয়েছে। যার কারণে হয় তো শিক্ষা মন্ত্রণালয় চোখ বুজে রয়েছে। তবে প্রশ্ন হলো, এ ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরকারি এবং সরকারি হওয়ার প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠান থাকে কী করে? যেখানে কেউ পাস করে না। ছাত্র ভর্তি হলেও তারা লেখাপড়া হয় না বলে থাকতে চায় না, সেই কলেজ বা মাদ্রাসা কী বুঝে সরকারি হয়, কী হিসেবে হয় সেটা জানার অধিকার রয়েছে জনগণের। দলবাজির রাজনীতি দেশের গোটা নিয়ম-কানুনকেই যে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছে এটা তার আরেকটি প্রমাণ। আমরা প্রস্তাব করব, এ ২৫টি কলেজের 'এফিলিয়েশন' বাতিল করা হোক। শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বন্ধ করে দেয়া হোক। তা না হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।